গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-১
পরিবহন পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা
www.tmed.gov.bd.

নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০২.০০২ (অংশ).১৯-৪৮৬

তারিখঃ ১৩ পৌষ, ১৪২৭ ব:
২৮ ডিসেম্বর, ২০২০খ্রি.

বিষয়টিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলাধীন জামবাড়িয়া দারুস সুন্নাত নেসারিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা ওমর ফারুক আজম কর্তৃক দায়েরকৃত স্বত্ব আপীল মামলা নং-১৬০/১৫ (মূল মামলা ৪৮/২০০৮ অন্য প্রকার হতে উদ্ভুত) এর রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত সিভিল রিভিশন মামলা নং-২৮৩০/১৯ মামলায় ১৩.১০.১৯ তারিখের আদেশ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

সূত্র:
(১)ডিএমই'র স্মারক নং- ৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০২.০৬৭.১৯-৩৭৫, তারিখ: ২৪/১১/২০১৯ খ্রি.
(২) বামাশিবো'র স্মারক নং- ১১৫০/০১/নবাব/৭০, তারিখ: ১৯/০৯/২০০৪ খ্রি.
(৩) ডিএমই'র স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০৪.০৩০.১৭-৩৭৪, তারিখ: ১৯/১২/২০১৮ খ্রি.
(৪) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৭৫.০২৭.৩৮.১৭(অংশ-১)/৪৪, তারিখ: ০৬/০২/২০১৯ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত (১) নং পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলাধীন জামবাড়িয়া দারুস সুন্নাত নেসারিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা ওমর ফারুক আজম কর্তৃক কামিল পাস সনদ (তৃতীয় বিভাগ এর স্থলে দ্বিতীয় বিভাগ করা) জালিয়াতির বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনের লক্ষ্যে এলাকাবাসী কর্তৃক জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বরাবর অভিযোগ দাখিল করা হয়।

২। উক্ত জাল-জালিয়াতির বিষয়ে দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর নির্দেশনায় সহকারী কমিশনার কর্তৃককৃত তদন্তে সনদ জালিয়াতির বিষয়টি প্রমাণিত হলে জেলা প্রশাসক কর্তৃক রেজিস্ট্রার, বামাশিবো-কে অভিযোগের বিষয়টি জানানো হয় মর্মে অন্য প্রকার মামলা ৪৮/২০০৮ এর আর্জিতে বর্ণিত রয়েছে।

৩। ফলে রেজিস্ট্রার বামাশিবো কর্তৃক ১৯/৯/০৪ তারিখে সূত্রোক্ত (২) নং স্মারকমূলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার-কে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির ২৯/৯/০৪ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জামবাড়িয়া দারুস সুন্নাত নেসারিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা ওমর ফারুক আজম-কে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

৪। তৎপ্রেক্ষিতে সাময়িক বরখাস্তকৃত মাওলানা ওমর ফারুক আজম এর সাময়িক বরখাস্ত যাতে প্রত্যাহার করিতে না পারে বা জামবাড়িয়া দারুস ছুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসায় সুপারিনটেনডেন্ট পদে পুর্ন:বহাল করিতে না পারে বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুপারিনটেনডেন্ট এর পদ হতে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করার নির্দেশনা প্রদানের জন্য মোট ১৪ (চৌদ্দ) জন-কে (মাওলানা ওমর ফারুক আজম-কে ১৪ নং) বিবাদী করে জনৈক মো: নিয়ামত আলি গং ০২ (দুই) কর্তৃক ভোলাহাট সহকারী জজ আদালত, জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এ ৪৮/০৮ নং অন্য প্রকার মোকদ্দমা দায়ের করা হয়।

৫। উক্ত মামলায় ১৪ (চৌদ্দ) জন বিবাদীর মধ্যে সরকার পক্ষ অন্তর্ভুক্ত নন। প্রথমে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার থাকলেও পরবর্তীতে সভাপতি পরিবর্তন হয়ে জনৈক আব্দুস সামাদ-কে সভাপতি করে আর্জির বিবাদী কলামে ১ নং বিবাদী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে আর্জি সংশোধন করা হয় মর্মে অন্য প্রকার মামলার আর্জি সংশোধনীতে দরখাস্তে বর্ণিত রয়েছে।

৬। ভোলাহাট সহকারী জজ আদালত, জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ কর্তৃক ৪৮/২০০৮ নং অন্য প্রকার মোকদ্দমায় গত ০৮/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে ঘোষিত ও ১২/১১/১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত রায়/আদেশ নিম্নরুপ-

"আদেশ হয় যে, অত্র মোকদ্দমা ১/২/৫/৬/১৪ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অবশিষ্ট বিবাদীদের বিরুদ্ধ একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় ডিক্রি হইল। এতদ্বারা গত ইং ১১/০৪/০৮ তারিখের ৫/২০০৮ নং সভায় ১৪ নং বিবাদীকে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত বে-আইনী ও যোগসাজসী মর্মে ঘোষিত হইল। ১৪ নং বিবাদীকে আরজির বর্ণিত মাদ্রাসায় সুপারিনটেন্ড পদে পূনর্বহাল করিতে না পারে তার জন্য ১-১৩ নং বিবাদীপক্ষকে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দ্বারা বারিত করা হইল"।

৭। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে জনাব ওমর ফারুক আজম কর্তৃক অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এ স্বত্ব আপীল মামলা নং-১৬০/১৫ (মূল মামলা ৪৮/২০০৮ অন্য প্রকার হতে উদ্ভুত) দায়ের করা হয়। উক্ত আপীল মামলায় প্রতিষ্ঠানের সভাপতিসহ মোট ১৫ (পনের) জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হলেও সরকার পক্ষের কাউকে রেসপনডেন্ট করা হয়নি।

৮। উক্ত স্বত্ব আপীল মামলা নং-১৬০/১৫ (মূল মামলা ৪৮/২০০৮ অন্য প্রকার হতে উদ্ভুত) এর ১৯/০৬/১৯ তারিখের রায়/আদেশ নিম্নরুপভাবে Appellant এর প্রতিকূলে ঘোষিত হয়-

"আদেশ হয় যে, অত্র স্বত্ব আপীল মোকদ্দমাটি রেসপনডেন্টগণের বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হইল। বিজ্ঞ ভোলাহাট সহকারী জজ আদালতের ৪৮/০৮ অ: প্র: মোকদ্দমায় বিজ্ঞ সহকারী জজ কর্তৃক প্রদত্ত গত ইং ৮-১১-১৫ তারিখের রায় ও গত ইং ১২/১১/১৫ তারিখের ডিক্রী এতদ্বারা বহাল ও বলবৎ রাখা হইল"।

৯। উক্ত স্বত্ব আপীল মামলা নং-১৬০/১৫ (মূল মামলা ৪৮/২০০৮ অন্য প্রকার হতে উদ্ভুত) এর ১৯/০৬/১৯ তারিখের রায়/আদেশ Appellant এর প্রতিকূলে হওয়ায় মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুষ্ঠিত তদন্ত প্রতিবেদনে সুপার মাওলানা ওমর ফারুক আজম এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ডিএমই কর্তৃক ১৯/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকমূলে প্রেরিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সুপার. মাওলানা ওমর ফারুক আজম এর এমপিও সাময়িকভাবে স্থগিত করে কেন তা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হবে না সে মর্মে তাকে কারণ দর্শানোর জন্য টিএমইডি'র মাদ্রাসা-১ শাখা হতে ০৬.০২.১৯ তারিখে সূত্রোক্ত (৪) নং পত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত পত্রের মর্মমতে বর্ণিত সুপারের বেতন ভাতাদি (এমপিও) সেপ্টেম্বর/১৮ মাস হতে স্থগিত করা হয় মর্মে ডিএমই'র ২৪/১১/২০১৯ খ্রি. সুত্রোক্ত (১) নং পত্রে উল্লেখ রয়েছে।

চলমান পাতা নং-০২

১০। বর্ণিত মাদ্রাসার সুপার মাওলানা ওমর ফারুক আজম কর্তৃক স্বত্ব আপীল নং-১৬০/১৫ মামলায় ১৯.০৬.১৯ তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন মামলা নং-২৮৩০/১৯ দায়ের করা হয়। উক্ত মামলায় গত ১৩.১০.১৯ তারিখে নিম্নরুপ আদেশ দেয়া হয়:

Pending hearing of the Rule, parties are directd to maintain status-quo in respect of the petitioner continuing in the position of superintendent of the said Madrasha for a perior od 2 (two) months from date.

১১। উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের উপরোক্ত রায়ের আলোকে বর্ণিত সুপার মাওলানা ওমর ফারুক আজম এর স্থগিতকৃত বেতন ভাতাদি (এমপিও) পুনরায় চালু করা যাবে কিনা এ বিষয়ে টিএমইডির নির্দেশনা চেয়ে ডিএমই কর্তৃক সূত্রোক্ত (১) স্মারকমূলে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

১২। উল্লেখ্য-(i) ভোলাহাট সহকারী জজ আদালত, জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এ দায়েরকৃত ৪৮/২০০৮ নং অন্য প্রকার মোকদ্দমা'র আর্জিতে দেখা যায় যে, সাময়িক বরখাস্তকৃত মাওলানা ওমর ফারুক আজম (১৪ নং বিবাদী) এর সাময়িক বরখাস্ত যাতে প্রত্যাহার করিতে না পারে বা জামবাড়িয়া দারুস ছুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসায় সুপারিনটেনডেন্ট পদে পুন:বহাল করিতে না পারে তৎমর্মে ১-১৩ বিবাদীগণের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রী প্রদানের জন্য বাদীদ্বয় কর্তৃক মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত মামলার রায়/আদেশ বাদীর অনুকূলে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত অন্য প্রকার মামলায় সরকার/সরকার পক্ষ বিবাদী নন।

(ii) উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে জনাব ওমর ফারুক আজম কর্তৃক স্বত্ব আপীল মামলা নং-১৬০/১৫ (মূল মামলা ৪৮/২০০৮ অন্য প্রকার হতে উদ্ভুত) দায়ের করা হয়। উক্ত আপীল মামলায় নিম্ন আদালতের রায়/আদেশ বহাল করা হয়েছে। এ মামলাটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতিসহ মোট ১৫ (পনের) জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হলেও সরকার পক্ষের কাউকে রেসপনডেন্ট করা হয়নি।

(iii) উক্ত স্বত্ব আপীল মামলা নং-১৬০/১৫ (মূল মামলা ৪৮/২০০৮ অন্য প্রকার হতে উদ্ভুত) মামলা রায়ের বিরুদ্ধে জনাব ওমর ফারুক আজম কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট সিভিল রিভিশন নং-২৮৩০/২০১৯ মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত সিভিল রিভিশন মামলায়ও সরকার / সরকার পক্ষ Plaintiffs –respondent নয়।

১৩। (ক) যেহেতু সুপার মাওলানা ওমর ফারুক আজম এর জাল-জালিয়াতির বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালতেও তাঁর জাল-জালিয়াতির বিষয়টি সত্য নয় মর্মে প্রমাণ করতে জনাব ওমর ফারুক আজম সক্ষম হননি মর্মে প্রতীয়মান;

(খ) যেহেতু অন্য প্রকার মামলার বাদী এবং Defendant-Appellant-Petitioner কর্তৃক চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রী প্রদানের জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে আর চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রী Specific Relief Act এর 43 ধারা (**Effect of Declaration- Declaration made under this Chapter is binding only on the parties to suit, persons claiming through them respectively, and, where any of the parties are trustees on the persons for whom, if in existence at the date of the declaration such parties would be trustees.**) অনুযায়ী জারী হয়ে থাকে।

(গ) যেহেতু Specific Relief Act এর 43 ধারা অনুযায়ী উক্ত (অন্য প্রকার নং-৪৮/২০০৮, স্বত্ব আপীল মামলা নং-১৬০/১৫ এবং সিভিল রিভিশন মামলা নং- ২৮৩০/১৯) মামলাসমূহের কোনটিতেই সরকার পক্ষ Plaintiffs/Defendant-Appellant-Petitioner/Respondent কোনটিই নয় সেহেতু সিভিল রিভিশন মামলা নং-২৮৩০/১৯ এর গত ১৩.১০.১৯ তারিখের রায়/আদেশ সরকারের উপর বাধ্যকর (Binding upon) নয়।

(ঙ) তাছাড়া যেহেতু মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক সিভিল রিভিশন নং-২৮৩০/১৯ মামলায় গত ১৩.১০.১৯ তারিখের আদেশে "..... parties are directd to maintain status-quo in respect of the petitioner continuing in the position of superintendent for a perior of 2 (two) months from date.." মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে উক্ত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে সেহেতু মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক সিভিল রিভিশন মামলায় পরবর্তীতে / চুড়ান্ত কোন আদেশ প্রদান না করা হলে উক্ত অন্তবর্তীকালীন আদেশের কার্যকারিতা শেষ হয়েছে বিধায় নিম্ন আদালতের রায়/আদেশ বহাল হয়েছে।

১৪। এমতাবস্থায়, নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক-

(ক) হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক সিভিল রিভিশন নং-২৮৩০/১৯ মামলায় গত ১৩.১০.১৯ তারিখের আদেশের পরে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক সিভিল রিভিশন মামলায় চুড়ান্ত কোন আদেশ প্রদান না করা হয়েছে কিনা? সে বিষয়ে হালনাগাদ তথ্যাদি (প্রমাণকসহ) টিএমইডি-তে প্রেরণ করা;

(খ) Specific Relief Act এর 43 ধারা অনুযায়ী উক্ত (অন্য প্রকার নং-৪৮/২০০৮, স্বত্ব আপীল মামলা নং-১৬০/১৫ এবং সিভিল রিভিশন মামলা নং-২৮৩০/১৯) মামলাসমূহের কোনটিতেই সরকার পক্ষ Plaintiffs / Defendant-Appellant-Petitioner কোনটিই নয় বিধায় সিভিল রিভিশন মামলা নং-২৮৩০/১৯ গত ১৩.১০.১৯ তারিখের আদেশের আলোকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সরকারের উপর বাধ্যকর (Binding upon) নয় বিধায় টিএমইডি হতে ০৬/০২/২০১৯ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকে প্রদত্ত নির্দেশনা / কার্যক্রম বাস্তবায়নক্রমে টিএমইডি-কে অবহিত করা;

১৫। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং- ১৪ তে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে তথ্যাদি আগামী ১৫.০১.২০২১ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়-কে অনুরোধ করা হলো।

২৩/১২/২০২০

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গার্লস গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা)
নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।